দৈনিক কালবেলা
আঁধার পেরিয়ে...

প্রকাশ : ০৬ নভেম্বর ২০২৫, ০৬:৫৯ পিএম

উত্তরা ইউনিভার্সিটি ও বিইউএফটি প্রক্টরিয়াল টিমের বৈঠক অনুষ্ঠিত

বৈঠক শেষে। ছবি : সংগৃহীত

উত্তরা ইউনিভার্সিটির প্রক্টরিয়াল টিমের সঙ্গে বিজিএমইএ ইউনিভার্সিটি অফ ফ্যাশন অ্যান্ড টেকনোলজির প্রক্টরিয়াল টিমের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। উত্তরা ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাসে বুধবার (৫ নভেম্বর) বেলা পৌনে ২টায় এ বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়।

বৈঠকের মূল উদ্দেশ্য ছিল দুটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সহযোগিতা জোরদার করা এবং একটি শৃঙ্খলাবদ্ধ, নিরাপদ ও শিক্ষার্থী-বান্ধব ক্যাম্পাস পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য ভবিষ্যৎ উদ্যোগ ও কর্মকৌশল নির্ধারণ করা। বিশেষ করে পাশাপাশি ক্যাম্পাস থাকায় পারস্পরিক সহযোগিতায় শান্তিপূর্ণ পরিবেশ যেন বজায় থাকে, সেটি নিশ্চিত করতেই এই আয়োজন করা হয়।

বৈঠকে উভয় প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা ক্যাম্পাসে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা, শিক্ষার্থীদের নিয়ে জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা এবং একটি ইতিবাচক ও একাডেমিকভাবে সহায়ক পরিবেশ তৈরির উপর গুরুত্বারোপ করেন।

এসময় দুটি টিম ক্যাম্পাস মনিটরিং সিস্টেম, শিক্ষার্থী সম্পৃক্তকরণ পদ্ধতি এবং প্রো-অ্যাকটিভ ডিসিপ্লিনারি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে অভিজ্ঞতা ও সফল উদ্যোগগুলোর সম্পর্কে নিজেদের অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন।

উত্তরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক ড. এ এস এম শাহাবুদ্দিন বলেন, 'বিইউএফটি ও উত্তরা ইউনিভার্সিটি এই দুই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সহযোগিতার নতুন দিগন্ত উন্মোচন করতেই আজকের এই বৈঠক। শিক্ষার্থীদের মানসিক দৃঢ়তা ও আত্মনিয়ন্ত্রণ বাড়াতে মাইন্ড ওভার মাসলবিষয়ক যৌথ কর্মশালা আয়োজনেরও পরিকল্পনা রয়েছে আমাদের ।'

বিইউএফটির প্রক্টর ড. এস এম আখতারুজ্জামান বলেন, 'উত্তরা বিশ্ববিদ্যালয় ও বিইউএফটির এই অংশীদারিত্ব স্থায়ীভাবে টিকে থাকবে—এটি আমাদের যৌথ দৃষ্টিভঙ্গি, উদ্ভাবন এবং একাডেমিক উৎকর্ষতার প্রতীক। এই সহযোগিতা ভবিষ্যতে উভয় প্রতিষ্ঠানের পারস্পরিক বিকাশ ও অগ্রগতির পথ সুগম করবে।'

বৈঠকে উত্তরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরা বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল মন্ত্র 'Excellence in Higher Education and Research'-এর প্রতি তাদের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন এবং একটি শান্তিপূর্ণ ও নিরাপদ একাডেমিক পরিবেশ বজায় রাখার প্রত্যয়ে একমত হন।

বিইউএফটির প্রক্টরিয়াল টিম উত্তরা বিশ্ববিদ্যালয়ের আতিথেয়তার প্রশংসা করেন এবং ভবিষ্যতে এমন আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতা অব্যাহত রাখার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।

বৈঠকটি পারস্পরিক সহযোগিতা ও শিক্ষার্থীদের সামগ্রিক কল্যাণে একসঙ্গে কাজ চালিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকারের মধ্য দিয়ে শেষ হয়।